সহযোদ্ধা কল্পনা চাকমা অপহরণের ১২ বছর

সমারী চাকমা

আজ সহযোদ্ধা কল্পনা চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, অপহরণের ১২ বছর। বারো বছর অনেক সময়। দুঃখ-কষ্ট, স্মৃতি, প্রতিবাদ ও কল্পনার সংগ্রামের প্রত্যয়ে এই বারো বছর। সময়ের এ ব্যাবধান কল্পনার সংগ্রামকে ফিকে করতে পারেনি, বরং সময়ের সাথে সাথে তাঁর সংগ্রামী, ত্যাগী এবং দীপ্ত চেতনা আমাদেরকে প্রতিদিন সংগ্রামের পথ দেখায়, সাহস যোগায়।

৯০-এর গণ অভ্যুত্থানের পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার হয়। বৃহত্তর পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সাথে সমানতালে হিল উইমেন্স ফেডারেশনও এই আন্দোলনে শরিক হয়। ফেডারেশন একই সঙ্গে পাহাড়ী নারীর অধিকারসহ সকল বৈষম্য বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিল। এই ফেডারেশনের কাজের মধ্যে দিয়েই পরিচয় সহযোদ্ধা কল্পনার সাথে। তবে ঠিক প্রথম কখন কোথায় দেখা ও কথা হলো আজ আর মনে করতে পারি না। মারিশ্যার মত প্রত্যন্ত, দুর্গম এলাকায় তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার বার্তাটি আমাদের মাঝে বেশ আলোড়ন ও দলের সকলকে আগ্রহী করে তুলেছিলো। ৯৩ সালের মার্চে কল্পনা চাকমাকে তিনমাস সময়সীমার মধ্যে মারিশ্যাতে ফেডারেশনের পূর্ণাঙ্গ শাখা গড়ে তুলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। কল্পনার নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দুই মাসের মধ্যেই ২১ সদস্য বিশিষ্ট মারিশ্যা শাখা হিল উইমেন্স ফেডারেশনের এক শক্তিশালী শাখাতে পরিণত হয়।

যদিও সহকর্মী হিসেবে চিনবার-জানবার আগেই সামরিক বাহিনী তাঁকে অপহরণ করে, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ১ম কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে (২১শে মে, ১৯৯৫ খাগড়াছড়ি জেলা সদর) তাঁকে সামান্য হলেও কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। কল্পনাসহ মারিশ্যার ১০ জন প্রতিনিধির থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো আমার বাড়ীর সাথেই এক আত্মীয়ের বাসায়। সম্মেলনের প্রথমদিনে সকালবেলা, আমি কল্পনা ও মারিশ্যার অন্য সাথীদের সাথে একত্রে সম্মেলনস্থলে যাওয়ার জন্য ওরা যে বাড়ীতে রাতে ছিলো সেখানে যাই। সেই সকালে কল্পনা তার সহযোদ্ধাদের সাথে সম্মেলনে রাজনৈতিক কর্মীদের কি ভুমিকা হওয়া উচিত তা নিয়ে কথা বলছিলো। কল্পনার অনুরোধ ছিলো - ১) সম্মেলন স্থলে সুশৃংখল থাকা, মানে পিঠ টান-টান করে বসে থাকা, হেলান না দেয়া; ২) প্রতিটি বক্তব্য মন দিয়ে শোনা ও নোট রাখা; এবং ৩) সকলকে সম্মেলনে বক্তব্য দেয়া, কথা বলার জন্য উৎসাহিত করে। কল্পনার নিষ্ঠা ও শৃংখলাবোধ ছিলো চোখে পড়ার মতন। কল্পনার এই সকল সংগাঠনিক দক্ষতার দিক বিবেচনা করেই ঐ সম্মেলনে তাকে ফেডারশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদকের মতন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো।

সেই থেকে কল্পনা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সংগঠনকে এগিয়ে নিতে সদা ব্যস্ত থেকেছে। নিজ গ্রামের নারীদের নিয়ে একটি সামাজিক উদ্যোগ নেয় কল্পনা। এই উদ্যোগ সকলের কাছে ‘‘এক মুঠো চাল রাখার নিয়ম” নামে পরিচিত ছিলো। মানে, গ্রামে সকলে, রোজদিন রান্না করার আগে একমুঠো চাল তুলে রাখবে আলাদা পাত্রে, বিপদের দিনের সঞ্চয় হিসেবে। এই উদ্যোগের মুল লক্ষ্যই ছিলো যাতে বিপদে কারও কাছে হাত পাততে না হয়। কল্পনার সহকর্মীদের কাছে শুনতাম ওর এইসব নানা উদ্যোগের কথা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর নানাবিধ অত্যাচারের প্রতিবাদে কল্পনা চাকমা ছিলেন সদা নির্ভীক। ব্যতিক্রম ঘটেনি যখন উগলছড়ি সেনা ক্যাম্পের কয়েকজন সদস্য কল্পনার নিজ গ্রাম নিউ লাল্যাঘোনার ৭টি বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে ক্যাম্প কমান্ডার লেফটেনেন্ট ফেরদৌসের সাথে তাঁর তুমুল বাক-বিতন্ডা হয়। এই ঘটনার জের ধরে ১১ই জুন দিবাগত রাতে লেফটেনেন্ট ফেরদৌসের নেতৃত্বে নিজ বাড়ী থেকে কল্পনা চাকমা অপহৃত হন।

১৯৯৬-এ কল্পনা চাকমা অপহৃত হবার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক শাসন বজায় থাকলেও সমতলে পরিবেশ ছিলো 'গণতান্ত্রিক'। এখন দেশে জরুরী অবস্থা বিরাজমান। আজ তাই প্রেক্ষাপট ভিন্ন। পার্বত্য চট্টগ্রামে আজও পাহাড়ীদের ভূমি বেদখল, ধর্ষণ, হত্যা, মিথ্যা মামলা এবং গুম নিত্যদিনের ব্যাপার। যেখানে বা যারা এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন তাদের কন্ঠরোধ করতে শাসকগোষ্ঠী পুরোমাত্রায় তাদের ষড়যন্ত্র বজায় রেখেছে। আগামীতে যে আরেকটি ‘‘কল্পনা অপহরণের” ঘটনা ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না, বরং সে রকম ভয়াবহ পরিস্থিতি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ এখন পুরো দেশেই বর্তমান।